যুগান্তর
তারিখ 24 APR 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

মোহাম্মদ আতীউল্লাহ

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষা

১৯৯৫-৯৬ সেশনে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হল পূর্ণাঙ্গ সেমিস্টার পদ্ধতিতে। গোটা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে এটি ছিল তখন এক remarkable transition বিভাগ এবং ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলল। নতুন পদ্ধতিতেও ইংরেজি ভাষার কোর্সগুলোর মর্যাদা আগের মতোই রাখা হল, অর্থাৎ প্রথমটি আবশ্যিক এবং দ্বিতীয়টি ঐচ্ছিক। তবে বিরাট পরিবর্তন এলো গ্রেডিং পদ্ধতিতে। প্রতিটি কোর্সকে দু'ভাগে ভাগ করা হল। প্রথম ভাগ theory, তাতে ২ ক্রেডিট। দ্বিতীয় ভাগ lab, অর্থাৎ practical বা spoken English. এতে রাখা হল ১ ক্রেডিট। মোট ৩ ক্রেডিট। ২ এবং ১ ক্রেডিটে আলাদা আলাদা পাস করতে হবে। মোট নম্বরের ১০% রাখা হল ক্লাস উপস্থিতিতে, ১০+১০=২০% দুটো মিড-টার্ম টেস্টে এবং বাকি ৭০% written semester final পরীক্ষায় রাখা হল। এই ৭০ আবার ২ ভাগে বিভক্ত। পরীক্ষার হলে প্রতিটি পরীক্ষার্থী দুটো scripts (part-A এবং Part-B) পাবে এবং প্রতিটি উত্তরপত্রে ৩৫ নম্বরের উত্তর করতে হবে। প্রশ্নপত্রেও থাকত part-A এবং part-B হিসেবে দুটি অংশ।

লক্ষ্য করা গেল ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ইংরেজি ভাষা শেখার এক নবতর প্রাণচাঞ্চল্য। আজ অবধি অনেকেই A+, A, A- ইত্যাদি grades অর্জন করে চলেছে ইংরেজি ভাষা কোর্সগুলোয় অবলীলায়।

যা হোক, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বরাবরই হয়ে আসছিল এবং এখনও হয়েই আসছে ভাষাভিত্তিক। এ প্রসঙ্গেই একটি কথা অকপটে স্বীকার করতে হবে তা হল : প্রথম প্রায় পাঁচ বছর ভাষা শিক্ষক ছিলাম মাত্র একজন। এতদসত্ত্বেও কদাচিৎ আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করেছি। কারণ, গোড়া থেকেই পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি কমপক্ষে তিনজন দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদের কাছ থেকে। তাদের প্রথমজন হচ্ছেন আমারই পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক— চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ আলী, দ্বিতীয়জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের স্বনামধন্য প্রফেসর ড. সৈয়দ ইসলাম এবং তৃতীয়জন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম।

আমাদের syllabusগুলোর major portion জুড়েই থাকত unseen language items, তাই concrete কিছু একটা শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়ার চিন্তাভাবনা চলতে লাগল। ইতিমধ্যে বিভাগে আরও দু'জন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হল। অতঃপর TOEFL oriented যথেষ্ট language items ও syllabus-এ সন্নিবেশিত হয়েছে। কোর্স দুটির মধ্যে ১ ক্রেডিটের lab বা spoken english কোর্সটি শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এটাতে ভালো করার জন্য ছাত্রছাত্রীরা অধিকতর আগ্রহী বলে মনে হয়। তাদের মুখেই শোনা যায় এ কোর্সের প্রতি অনেকেরই একটা ঝোঁক রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি Central Language Lab খোলা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। Institute of Modern Languages প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা আছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের Master Plan-এ। তবে এ পরিকল্পনার 'পরী' বাস্তবে কবে ধরা দেবেন, তা বলা আসলেই মুশকিল। তা সত্ত্বেও তা বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি।

বর্তমানে ইংরেজি ভাষা কোর্সগুলোতে আরও গতিশীলতা আনা হয়েছে। প্রথম সেমিস্টারের জন্য করা হয়েছে Eng. 101 এবং Eng. 102, আর দ্বিতীয় সেমিস্টারের জন্য Eng. 103 এবং Eng. 104. উভয় সেমিস্টারের প্রথম theory দ্বিতীয়টি lab. আগে অনেক সময় কেউ কেউ theory এবং lab নিয়ে confused হতেন। এখন তাও আর হওয়ার কথা নয়।

এ তো গেল ইংরেজি ভাষা কোর্সগুলোর কথা। এবার আসা যাক ইংরেজি Honours-এর দিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠদশ বিভাগ হিসেবে ইংরেজি বিভাগের যাত্রা শুরু হয় ২০০০-০১ শিক্ষাবর্ষে। ভর্তি করা হয় ৪০ জন ছাত্রছাত্রী। Orientation classও উদ্বোধন করেছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক এম. হাবিবুর রহমান। আর প্রতিষ্ঠালগ্নে সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বিভাগের প্রয়োজনে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রফেসর হাবিবুর রহমান। এই নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাবিদকে আমি পেয়েছি রেজিস্ট্রার হিসেবে, colleague হিসেবে, শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং সদস্য হিসেবে, ডিন হিসেবে, Pro-V.C হিসেবে, V.C. হিসেবে এবং সবশেষে ইংরেজি বিভাগের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। দ্বিতীয় ব্যাচে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছিল ৬১ জন ছাত্রছাত্রী। প্রথমেই ইংরেজি ভাষা বিভাগের যাত্রা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার) নির্বাচিত ও দেশে-বিদেশে শিক্ষকতায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ একজন মাত্র শিক্ষক নিয়ে। বর্তমানে দেশ-বিদেশ থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষকসহ বিভাগে শিক্ষক রয়েছেন মোট ১৩ জন। তাদের মধ্যে আরও ৫ জন বর্তমানে দেশে-বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছেন। একজনের পিএইচডি Award অতি শিগগিরই সম্পন্ন হওয়ার কথা।

প্রথম ব্যাচ ভর্তি হওয়ার অনেক আগেই ৪ বছর মেয়াদি B.A. Honours কোর্সের ৮ সেমিস্টারের পুরো syllabus বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতিমালা অনুযায়ী প্রণীত হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিদেশের কয়েকটি বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে হয়েছে। শাবি'র semester ordinance অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে major non-major মিলিয়ে এই বিভাগের পাঠ্যক্রমে সর্বমোট ১৬৫ ক্রেডিট রাখা হয়। অবশ্য দ্বিতীয় ব্যাচের ক্ষেত্রে সেটা একটু কমিয়ে ১৬০ ক্রেডিট করা হয়েছে। ৪ বছরের B.A. Honours-এর syllabus-এ ইংরেজি সাহিত্যের পাশাপাশি South-Asian literature, American literature, European literature, Middle-Eastern literature এবং Comparative literatureসহ বিশ্ব সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ areaগুলোও সংযোজিত হয়েছে। দু'বছর আগে নতুন পাঠ্যক্রমে বাংলাদেশ ও বিশ্বের অপরাপর অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের syllabusগুলোর সঙ্গে পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে।

আশা করি শাবির ইংরেজি বিভাগ অচিরেই হবে মুখরিত M. Phil., Ph.D. ও Post Doc. গবেষকদের অনবরত পদচারণায়। তাই এ মুহূর্তে কর্তৃপক্ষের আছে ৫টি দাবি পেশ করছি :

১। অবিলম্বে ২৪টি বিভাগে একাধিক ইংরেজি ভাষা কোর্স প্রদানকারী এই বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় ও স্থায়ী space-এর ব্যবস্থা করা হোক। ২। ইংরেজি ও বাংলা বিভাগদ্বয়ের ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রি দেয়ার জন্য অতিসত্বর School of Arts and Humanities নামে পৃথক অনুষদ খোলা হোক। ৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের Master-Plan অনুযায়ী Institute of Modern Languages প্রতিষ্ঠা করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। ৪। Senior শিক্ষকের আরও পদ সৃষ্টি করা হোক এবং সব শূন্যপদে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হোক। ৫। Seminar Library enrichment এবং Literary Journalsসহ গবেষণা কর্মের enough সুযোগের দ্বার উন্মোচন করা হোক।

ইংরেজি বিভাগে শিক্ষা কার্যক্রম চালুর আগেই এটাকে ন্যূনতম প্রযুক্তিগত সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। তারও প্রায় পুরোটাই হয়েছে উপাচার্য এম হাবিবুর রহমানের সময়ে। ভাষা এবং সাহিত্য পড়েও আমাদের ছেলেমেয়েরা অন্যান্য non-major cours-এর পাশাপাশি computer বিজ্ঞান এবং গণিতশাস্ত্র যথাযথভাবে অধ্যয়ন করছে।

মোহাম্মদ আতীউল্লাহ : *সহকারী অধ্যাপক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়*